সাধন-পথে গ্রন্থমালা—১

জাতীয়তার অনুভূতি।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

মূল্য আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

নব যুগের নবীন ঊষায়

কর্ম্মোদ্যম পূর্ণ

ভারত, ভারতীগণের উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থ

প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

সূচীপত্র ।

জাতীয়তার অনুভূতি।

(দুইজন ভারতবাসীর কথোপকথন)

১ম ব্যক্তি আসুন মহাশয়, আসন গ্রহণ করুন এ গৃহ আপনার বলিয়া জানিবেন।

২য় ব্যক্তি। আপনার অনুগ্রহে বাধিত হইলাম যখন আপনি আমার দেশবাসী ভাই, তখন এ গৃহ যে আমার আপনার, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

১ম আপনার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারি কি ?

২য় অবশ্যই পারেন আমার এইমাত্র পরিচয় যে আমি ভারতবাসী।

১ম আচ্ছা ভারতবাসী বলিতে কি বুঝিব ? আপনার মতে কে ভারতবাসী ?

২য়। যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের স্বার্থ নিজের স্বার্থ বলিয়া মানেন, ভারতের ভাষা, অধিবাসী ও ধর্ম্মসমূহকে সম্মান করেন ও ভালবাসেন, ভারতবর্ষ জন্মভূমি বলিয়া

পরিচয়

যিনি ভারতকে প্রাণের অপেক্ষাও প্রেমের চক্ষে ও স্বর্গের অপেক্ষাও ভক্তির চক্ষে দেখেন, ভারতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া যিনি গৌরব অনুভব করেন, তিনিই ভারতবাসী

১ম। আপনার ধর্ম্ম কি ?

২য় ভারতবর্ষ ও ভারতীয়গণের সেবা

১ম বুঝিলাম না আপনি হিন্দু, কি মুসলমান বা অন্য ধর্ম্মা-বলম্বী ? কেবলমাত্র ভারতীয় বলিলে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বুঝিব ?

২য় আমি ভারতীয় আমরা অনেক ভাই যথা,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, আর্য্য সমাজী, পার্শী, ইহুদী, সৎনামী, বাহী প্রভৃতি ভারতীয় বলিলে ইঁহাদের সকলকেই বুঝায়

১ম তবে কি এদেশবাসী মুসলমান, ইউরোপীয় ইঁহারা সবাই ভারতীয় ?

২য় না বন্ধু, তা কেন হবে ? ইউরোপীয়গণ এদেশে জন্মিলেও ইউরোপীয় এ দেশকে বা দেশবাসীকে তাঁহারা ভালবাসিতে পারেন না। তাঁহাদের পৈতৃক জন্মভূমির পোষণ জন্য, পালিত ছাগ বা মুর্গীর ন্যায় তাঁহারা ভারতবর্ষকে পছন্দ করেন মাত্র। যেমন মুসলমান হইলেও আফগানগণ ভারতীয় নহেন, বৌদ্ধ হইলেও চীনা, জাপানীগণ ভারতীয় নহেন, তেমনি খৃষ্টান হইলেও, রুষ, ইংরাজ বা ফরাসীগণ ভারতীয় নহেন, হিন্দু হইলেও বলীদ্বীপবাসীগণ ভারতীয় নহেন, কিন্তু ভারত যাঁহাদের বাসভূমি, এমন মুসলমান, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ভারতীয়।

কাহারা ভারতীয় ?

১ম। অনেক ইউরোপীয় ত এদেশে জমিদারী, বাসগৃহ, ব্যবসা ইত্যাদি করিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা কি ভারতীয় নহেন ?

২য়। কখনই না তাঁহাদের জমিদারী, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্তই ব্যবসায়ের জন্য। লাভ দেখিলে তাঁহারা সমস্তই বিক্রয় করিয়া আপন আপন পৈতৃক ভূমিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহাদের লভ্যাংশের সমুদয় অর্থ তাঁহাদের জন্মভূমিতে প্রেরিত হয় যাঁহাদের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ভারতের পুষ্টি বা সেবার জন্য ব্যয়িত না

হয়, তাঁহারা ভারতীয় হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত সাময়িক ভারতবাসী বিদেশীগণ ভারতীয় নহেন।

১ম কোন ভারতীয় যদি বিদেশে গিয়া বাস করেন, তবে কি তিনি ভারতীয়ই থাকিবেন?

২য় নিশ্চয়ই। কারণ তাঁহারা যে দেশে গিয়াই বাস করুন, তাঁহাদের প্রাণ সেখান হইতেই ভারতের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল থাকে যে দেশেই তাঁহারা থাকুন, সে দেশের সমস্ত অধিকার তাঁহারা প্রাপ্ত হন না। কেবল ভারতের সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার তাঁহাদের জন্য মুক্ত

প্রবাসীর অধিকার

ভারত মাতাই তাঁহার চিরস্নেহময় উদার হৃদয় তাঁহার দূরগত প্রবাসী সন্তানের আশ্রয় জন্য চিরদিন উন্মুক্ত রাখেন; আর কোন দেশ তাহা করিতে স্বীকৃত নহে। এজন্য তাঁহারা যে দেশেই বাস করুন না কেন, ভারতীয়।

১ম। আচ্ছা, ভারতের নিম্নশ্রেণীস্থ অস্পৃশ্য লোকগণ কি ভারতীয়ের সমস্ত অধিকারে অধিকারী?

২য়। ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শিখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান হইতে মুচী, মেথর, বাগদী, সাঁওতাল, গোঁড়, খাসী, নাগা, লেপচা, ভুটীয়া, পারিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত অধিবাসীরই সমান অধিকার, সমান সুখ দুঃখ।

১ম তবে কি আর্য্য, অনার্য্য সকলকেই আপনি সমান অধিকারী বলিতে চাহেন?

২য় আর্য্য ও অনার্য্যের বিভাগ আপনি কেমন ভাবে করেন?

১ম। কেন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান এবং ইউরোপীয়গণ আর্য্য, তদ্ভিন্ন আর সকলেই অনার্য্য

২য়। কে আপনাকে এই কুসংস্কার শিক্ষা দিয়াছে? ইউরোপীয়গণ "আর্য্য" বা "এরিয়ান্" পদটী অতি অল্পদিন হইল ব্যবহার করিতে

শিখিয়াছেন তাঁহারা অধ্যবসায়ী। ভারতের এবং গ্রীস্, রোম প্রভৃতির প্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া ইউরোপীয়েরা জানিয়াছেন যে প্রাচীনকাল হইতে আর্য গণই জগতের সমস্ত মহৎ কার্য্যের কর্ত্তা ছিলেন এই মহাগৌরবান্বিত প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের বংশের সহিত স্ব স্ব বংশের সংসৃষ্টতা রক্ষা ও তদ্দ্বারা বংশ গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেরা আর্য্যনাম লইয়াছেন কিন্তু ভারতীয়দিগকে তাহারা এই নাম দিতে অস্বীকৃত।

আর্য্য

তবে আসল আর্য্যদের সংশ্রব একেবারে অস্বীকার করিলে পাছে নিজেদের আর্য্যত্ব প্রমাণ করিতে অসমর্থ হন এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় হিন্দু বা পারস্য প্রভৃতি দেশীয় মুসলমান প্রভৃতিকেও বিশেষ কৃপণতার সহিত "আর্য্য" নামটী ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। আর্য্যস্থান ভারতবর্ষের বিশ্বাস মতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই আর্য্য * এই আর্য্য ও অনার্য্যের বিচারে পুরাকালে অধিকার-ভেদ ছিল এখন আর সে যুগ নাই এখন সমস্ত দেশ-বাসীরই অধিকার এক পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর ভিতর কেবলমাত্র ব্যবসায় গত পার্থক্য নব্য ভারত তাহার অধিবাসীগণের মধ্যে আর কোনও অধিকারগত পার্থক্য স্বীকার করে না

১ম। তবে আপনি অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর ভারতীয়দিগকেও সমান অধিকার দানের পক্ষপাতী ?

২য় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন আর প্রাচীন যুগ নাই এ যুগে কেহই অস্পৃশ্য নহেন ভারতের সর্ব্বসাধারণের মাথার উপর দিয়া সমানভাবে অতি ভয়ানক অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতীয়গণের শুদ্ধি সংস্কার সাধিত করিয়াছে এখন ভারতের সর্ব্বসাধারণই শুদ্ধ, সংস্কৃত

---

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এক নূতন জাতি। কেহই ভাবতে অশুদ্ধ ব অস্পৃশ্য নাই, সকলেই আর্য্য

১ম বড় বড় বংশীয় এবং পদগৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ যে সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না তাঁহাদের উপব আপনার ধারণা কিরূপ?

২য় আমার ধারণা তাঁহাবা স্বকীয় স্বার্থরক্ষার জন্য বা অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহাদের রক্তের অংশ, বংশেব অংশ, জাতিব অংশ, সুখ দুঃখের অংশভাগী, অধিকাবেব সমান অধিকারীদিগকে উপেক্ষা করেন অতি অল্প দিনের ভিতরেই তাঁহাবা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, এবং দেখিবেন যে যাঁহাদিগকে তাঁহারা দূবে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা একটী বিরাট শক্তিশালী জাতি এবং এই মহৎ বংশীয় বা অভিমানীগণই একঘ'রে। যখন তাঁহাবা নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা এই বিরাট দেহে আপন অঙ্গ মিলাইবার জন্য ব্যগ্র হইবেন

আভিজাত্য

১ম। আচ্ছা, আমাদের কে শত্রু এবং কে মিত্র?

২য়। ভারতীয় আর্য্যের শত্রু নাই তাঁহারা জগতের সহিত চিরদিন মিত্রতা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও করিতে প্রস্তুত

১ম মাপ করিবেন মহাশয়, আমার বোধ হইতেছে আপনি আমার প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদেব প্রিয় জন্মভূমিব শত্রু কে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্পষ্ট বলুন না

২য় না মহাশয়, গোপন করবার কিছুই নাই প্রাণে পাপ থাকিলেই গোপন করিবার প্রবৃত্তি আসে একটু চিন্তা করিলেই অতি সহজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর নিজেই স্থির করিতে পারিবেন। শত্রুতার কল্পনাও যেন আমাদেব হৃদয়ে স্থান লাভ না করে আমাদের শত্রু না থাকিলেও মিত্র নহেন এমন বহু ব্যক্তি আমাদের ভিতরে বাহিরে বর্ত্তমান

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানাজাতি আমাদের এই অমিত্রগণের মধ্যে আছেন তাঁহাদের গায়েপড়া ব্যবস্থায় আমাদের আজ জগতের শস্য যোগাইয়াও ঘরে অন্ন নাই; মনোভাব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা নাই; প্রাচীন ইতিহাস পড়িবার সুবিধা নাই চুক্তিবন্দী প্রথায় আমরা ক্রীতদাসের মত এখনও কুলি হইয়া ধর্ম্ম, বংশ ও জীবন দিয়া বিদেশীর উপনিবেশে পশুবৎ খাটি; ফলে আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া তাড়িখোর হইয়া কল বনিয়া যাই; আপন জাতির হাব ভাব ভুলিয়া যাইতেছি; আমাদের বালক বালিকারা শুধু পরদাস হইবার উপযোগী শিক্ষা পায়; আমাদের ধন, শস্য, পণ্য, খনিসম্পদ, বনৌষধি প্রভৃতি সব বিদেশ পোষণ ও স্বদেশ শোষণেই রপ্তানি হয়. শ্বাপদ প্রাণী বা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র ধারণেও আমাদের অনুমতি নাই—ইত্যাদি অভিযোগ আজকাল আর নূতন নয় ইহার উপর এক শ্রেণী পুরাতন অত্যাচারী আছেন যাঁহাদের ব্যবস্থায় অস্পৃশ্য বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত, বিদেশগামী বিখ্যাত মেধাবী ছাত্রগণও যাঁহাদের হাতে পরিত্রাণ পান না, যাঁহার গৃহ বারান্দায় তাঁহার অসম-ব্যবসায়ী কোন দরিদ্র উঠিলে তাঁহার ঘরের জল ও খাদ্যাদি অস্পৃশ্য হয়—এতদ্ভিন্ন যাঁহারা কাফের, যবন প্রভৃতি ঘৃণিত সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া দূরে রাখেন, যাঁহারা কোনও কাজ করে না, পরালোচনায়, উপহাসে সময় অতিবাহিত করেন বা দরিদ্র, মূর্খ অধিবাসীদের উপর হইতে বলপূর্ব্বক বে-আইনি পয়সা আদায় করেন, ইহাদিগের কাহাকেও মিত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে, বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই রাজী হইতে পারেন না

বিদেশী শাসনের অভিযোগ

১ম ইহাঁদের সহিত স্বদেশসেবীদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

২য় ইহাঁরা যখন প্রকৃত স্বদেশসেবীদের সকল উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া স্বকীয় স্বার্থ সাধনে [illegible] হন, তখন অবশ্য তাঁহা-দের সহিত কার্য্যে ঐক্যসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া শত্রুতা সাধন করিয়া সাম্প্রদায়িক পার্থক্য বাড়াইয়া ক্ষুদ্রশক্তি আরও ক্ষয় করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা।

শত্রুতা বর্দ্ধন মূর্খতা

১ম আচ্ছা, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের উন্নতিমূলক কোন্ কোন্ কার্য্য করা উচিত ?

২য় কতকগুলি বাহিরের কাজ আছে, যাহার দিকে সাধারণের প্রথম দৃষ্টি পড়ে আর আছে কতকগুলি ভিতরের কাজ, যাহার জন্য পৃথক সাধন আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে যত প্রকার অনুষ্ঠান আবশ্যক, সমস্তই আমাদের অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বহস্তে সাধন করিতে হইবে। একটী উদাহরণ এ স্থলে প্রয়োগ করিলে আপনি এ বিষয়টী উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন দেশের প্রাচীন কুটীর শিল্প লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে কলের সাহায্যে এখন যত কাজ হয়, তাহার শতাংশের প্রায় কিছুই আমাদের ভোগে আসে না এই সমস্ত শিল্প যাহাতে ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে বহু কোটী টাকার এই সমস্ত বিদেশীয় ব্যবসায় গৃহশিল্প দ্বারা স্থানান্তরিত করিতে অবশ্য সময় লাগিবে কিন্তু দেশের [illegible] বিদেশী শিল্পের পরিবর্ত্তে প্রত্যেকে ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হইয়া স্বদেশী দ্রব্য মাত্র ব্যবহারের সংকল্প করিলে, দেশী বিদেশী সকল ব্যবসায়ীকেই বাধ্য হইয়া কেবলমাত্র ভারতীয় পণ্যেরই ব্যবসা করিতে হইবে নূতন

স্বদেশী শিল্প

শিল্প প্রচলন ও প্রচারেব ব্যবস্থা হইলে দেশেব অবস্থা ফিরিতে কয় দিন লাগে ? পুবাতনকে বিদায় দিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠা আবশ্যক তাহাই ভিতরের সাধনা

১ম মাপ করিবেন, আপনাব কথাব মধ্যে একটী সমস্যার মীমাংসা করিয়া পুনবায় বক্তব্য বলিলে বাধিত হইব

২য় কোন্ কথাটী আপনার নিকট সমস্যা বোধ হইল ?

১ম বর্ত্তমানে এদেশে শত শত কলকারখানা যৌথকারবার প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় দেশে বহুবিধ উন্নত শ্রেণীব ব্যবসায় চলিতেছে, এই সমস্ত ব বসায়ে কি দেশেব কোনও লাভ হয় নাই ?

২য় হায় বন্ধু, এই সমস্ত সমবায়ের ভিতর আমাদেব অংশ কতটুকু ? অসংখ্য কোটী টাকার ভিতব ভাবতবাসীব টাকা কয়টী খাটিতেছে ? কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড নগবে যে অসংখ্য কলকারখানায় নিয়ত কোটী কোটী টাকাব পণ্য উৎপন্ন হইতেছে, ইহা ভারতের বুকের উপর হইতেছে বলিয়া ভাবতের নগরগুলিকে একটু সজ্জিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সজ্জায় আমাদের আর্থিক লাভ কতটুকু ? এই সব ব্যবসায়ের লভ্যাংশ সাধারণ দেশবাসীর প্রাপ্য নহে কলকাবখানার লব্ধ অর্থ কতকগুলি কোটীপতিরই প্রাপ্য এগুলি আমাদের জনসঙ্ঘকে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের শিক্ষা দেয় না তাহারা নিত্য কাজ পায় সত্য, কিন্তু কলেরই মত শিক্ষাবিহীন হয় এই জন্যই জাপানীবা কুটীর শিল্প প্রচলনেব বেশী পক্ষপাতী আজকাল অনেক ভারতীয় ধনী বড় বড যৌথ কারবার বসাইবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু তাঁহাদের উপরেও অনেকের আস্থা নাই এজন্য এখন প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রেব চেষ্টা কবা উচিত যাহাতে ঘরে ঘরে কুটীর শিল্পের প্রচলন বেশী হয় তাহাতে শিল্পীরা পরমুখাপেক্ষী

কল ও কুলী।

দাস না হইয়া নিজেরা দেশময় ছোট ছোট শিল্প প্রচলন পূর্ব্বক জাতীয় অভাব দূর করিয়া প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে লাভবান্ হইয়া জাতীয় অঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতে পারিবে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে এইরূপ গৃহশিল্পের দিকে মনঃ সংযোগ করাই অধিকতর উপযোগী

১ম আর কোন্ কোন্ বিষয় এখন আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে? এক এক করিয়া উল্লেখ করুন

২য়। ধরুন, শিক্ষা। ইহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। পাশ্চাত্য অধ্যক্ষতায় আমাদের শিক্ষা এ যাবৎ যে প্রথায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতের উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া এদেশে বিফল হইয়াছে

উপযুক্ত শিক্ষা।

এই শিক্ষা যেন কলে ফেলিয়া আমাদের শিক্ষার্থীগণকে কেরাণী দাস মাত্র করিয়াছে এই বাঁধা ধরা কয়েক গণ্ডা টাকার মোহ কাটাইয়া আমাদের বিদ্যার্থীগণকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী স্বাধীন ব্যবসা স্বতন্ত্রভাবে চালাইয়া অপরের প্রভুত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিজের ও দেশের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন

১ম। কয়েকটী বিভাগীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুই একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন?

২য় অবশ্যই দিব কোনও বিষয় শিক্ষাতেই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই বা স্বকীয় ব্যবস্থা নাই শান্তিরক্ষা, দেশরক্ষা, পূর্ত্ত বিভাগীয়, খনি ও বন বিভাগীয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া যাহাতে দেশের শিক্ষার্থীগণকে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে সফল করিয়া গড়িতে পারে, এইরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলনে সাহায্য করা আমাদের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ও বিদ্যালয় সমূহের প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই।

১ম গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত শিক্ষার অনেকগুলিতে বাধা দিতে পারেন।

২য় গবর্ণমেণ্ট বলিতে আপনি কি বুঝেন?

১ম। কেন? ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার প্রচলিত শাসন পদ্ধতি

২য় না বন্ধু, তাহা ঠিক নহে ভারতের গবর্ণমেণ্ট বলিলে বিজিত ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা একটী বিজয়ী শক্তিশালী জাতি বুঝায়। বিজয়ী জাতির এরূপ প্রবৃত্তি জন্মান নিতান্তই স্বাভাবিক যে বিজিত প্রজার জাতি তাহাদের সমুদয় প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ভাবে সংযত করিয়া শান্ত ও নিরীহ অবস্থায় বাস করে অতএব স্বাধীন জাতির উপযুক্ত সুবিধা সকল লাভ করিতে চেষ্টা করিলে যে অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

ভারতের গবর্ণমেণ্ট

১ম আপনার এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না

২য়। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বিজয়ী রাজার জাতির সহিত সংঘর্ষ করিয়া শক্তিক্ষয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া যাহাতে প্রত্যেক বিভাগে আমাদের শিক্ষা ও শাসন অপ্রতিহত হয়, তাহার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া সমবেত সাধনা করিতে হইবে অৰ্দ্ধ সভ্য বা অসভ্যদের মত আপন শক্তির ওজন না বুঝিয়া, শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা ছাড়িয়া সংঘর্ষ বাধাইলে তাহার পতন অনিবার্য্য।

১ম। তবে কেমন করিয়া আপনার প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি বা সমবেত চেষ্টা সফল হইবে?

২য়। ওঃ, এতক্ষণে আপনার মজ্জাগত প্রকৃত রোগ ধরা পড়িয়াছে। অধিক দিন পরাধীন থাকিলে লোক ভীরু, স্বার্থপর ও সুখান্বেষী এবং শেষে ক্রমে ক্রমে অসংযমী, অসহিষ্ণু ও শত্রুতাপরায়ণ হয় আপনিও কি শক্তি লাভের পূর্ব্বে সংঘর্ষ চান?

১ম   না মহাশয়, শান্তিতে থাকিতে সংঘর্ষ কে চায় ?

২য়। প্রিয় বন্ধু, পরের হাতে বাঁধা সময়ে দুমুঠা পরিমিত চাউলের অন্ন গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকাকে যদি শান্তি বলা যায়, তাহা হইলে জেলের কয়েদীদের মত শান্ত শিষ্ট আর জগতে নাই তাহা হইলে তাহাদের জন্য অত কড়া পাহারার বন্দোবস্তের আবশ্যক হইত না বন্দীর প্রাণে যে কত শান্তি, তাহা প্রাণের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, আর শুনুন যে উত্তর পান, তাহা কত করুণ এই বন্ধন শত্রুভাব হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাণে মিত্রভাব জাগরণের জন্য যিনি সাধনা করেন, তাহার শত্রুও নাই, বন্ধনও নাই

বন্দীর সুখ

১ম   সত্যই, আমরা এমন করিয়া দাসত্বে বদ্ধ যে নিতান্তই শক্তিহীন। শক্তিশালীর সম্মুখে আত্মোন্নতিজনক কোনওরূপ অনুষ্ঠান করিতেও ভয় হয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না এখন আত্মরক্ষা ■ আত্মোন্নতির উপযুক্ত নির্ব্বিরোধ পন্থা কি ?

২য়   একটু অপেক্ষা করুন, আমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে সেই কথাই বলিতেছি। মনুষ্যের শক্তির অন্ত নাই। এই শক্তি মনুষ্যকে বন্ধন হইতে মুক্তিতে ও অশান্তি হইতে শান্তিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে আপনার ভিতরে এই যে শক্তি আছে তাহা চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয় এবং দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। বুঝিলেই বিশ্বাস পাকা হয় মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে সে অনন্ত শক্তিশালী, তখন তাহার নিকট অশান্তি হইতে শান্তির পথ বাছিয়া লওয়া ও সেই পথে অভীপ্সিত লাভ করা অতি সামান্য কথা।

মানুষের শক্তি।

১ম। আপনি কি সব হেঁয়ালি ধরিলেন ? আমার সাদা কথায় সাদা উত্তর দিন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ন্যায়ের জন্য চেষ্টা করা এবং সমস্ত অধিকার বুঝিয়া পাইবার জন্য যে চেষ্টা উচিত ও উপযুক্ত তাহা

করিতে গেলে যে গবর্ণমেণ্ট অপরাধ বিবেচনা করিয়া জেলের ব্যবস্থা করেন তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

২য় মহাশয় কিছু করিবার পূর্ব্বেই যে আপনি ভয়ে অস্থির যে যদি আপনি অমুক কাজ করেন তবে অমুক আসিয়া আপনাকে টপ্ করিয়া গিলিয়া খাইবে ভাল, স্বামী বিবেকানন্দের কয়জন শত্রু ছিল? শ্রীঅরবিন্দকে বোমার মামলার প্রধান আসামী করিয়াও গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন কেন? মহাত্মা গান্ধী, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, রবীন্দ্র নাথ চিত্তরঞ্জন কেমন করিয়া স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র করিয়া বেড়াইতেছেন? আপনি কি ইঁহাদের অপেক্ষাও অধিক কর্ম্মী? আসল কথা ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর প্রাণের

নিঃস্বার্থ কর্ম্মী

* অসংস্কৃত 'চিত্ত' ভয় ও সন্দেহ উৎপাদন করে

নিঃস্বার্থ কর্ম্মী কাহারও শত্রু নহেন, তাহার ভয়ও নাই। আমার নিজের কার্য্য আমি স্বহস্তে করিব, তোমার তাহাতে গাত্রদাহ হয়, বাড়ী গিয়া দুটো পান্তাভাত বেশী করিয়া খাওগে; তোমার হাতের তৈরী রুটী গিলিতে গেলে আমার গলা চিরিয়া যায়, সুতরাং আমার উপযুক্ত করিয়া আমার খাদ্য আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাইব; আমার কাপড়, আমার যন্ত্রাদি আমিই নির্ম্মাণ করিব, তুমি তাহাতে বাধা দিবার কে হে বাপু? তুমি নিত্য নিত্য আমার যে সমস্ত বিলাস ব্যসনদ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া আমার চক্ষুতে জবরদস্তি কালো চসমা পরাইয়া অন্ধ করিয়া আমার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ধন নিঃশব্দে সরাইয়া লইতে চাও আমি তাহা দিব না। তুমি যে তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা ফন্দী ফাঁদিয়া আমাকে আত্মরক্ষার অনুপযুক্ত করিতে, মনোভাব ব্যক্ত করিতে, স্বাবলম্বী হইতে নিষেধ কর, তুমি যদি দুটো অনর্থক বুজরুকি ঝাড়িয়া, বারকতক তোমার টিকি, দাড়ি বা গাউন

দোলাইয়া আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পকেট লোপাট করিতে চাও, তুমি যদি গায়ের জোরেই আমার মত পাষণ্ডকে ফুফোঁটা জলপড়া বা একটা ফারসী লেখা তাবিজ দিয়াই উদ্ধার করিতে চাও, তবে তোমার সে আব্দার রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব, ইহাতে আমার সহিত গলায় গলায় পিরীত বজায় না রাখিতে পারিলেও আমার শত্রুতা করিয়া শক্তিক্ষয় করিবার প্রবৃত্তি নাই আমার সহিত শত্রুতা করিতে আসিলেও তোমার সমস্ত নিগ্রহ আমি সহ্য করিব। অধিকতর শক্তিশালীর সহিত সংঘর্ষ হইলে তিতিক্ষাই একমাত্র অবলম্বনীয়

১ম এই তিতিক্ষার শক্তিই কি কম? বলুন দেখি এই তিতিক্ষা সাধনা করিতেই সাধারণের পক্ষে কতদিন সময় আবশ্যক?

২য় একটু একটু এটা, ওটা, সেটার উপর অনুশীলন করিয়া সাধন করিতে গেলে সারা জীবনেও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু যদি ধারণা [illegible] যে আমি একটা বিরাট জাতির প্রাণ স্বরূপ; আমার জাতি আমার পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ভগবানের অভিসম্পাতে মরিয়া আছে, জগতে নূতন যুগ আসিয়াছে, সে যুগে সকলেই স্বকীয় সাধনায় দেবত্ব পাইয়াছে বা পাইতে চলিয়াছে, একাকী আমিই কেবল এখনও মরণের কোলে গড়াইতেছি, এবং তদ্দ্বারা কেবল আমার নহে, সমস্ত জাতিটাকে মারিতে বসিয়াছি তাহাতে যে বিদ্যুৎ প্রাণে স্ফুরিত হয়, তাহার গতিতে এক মুহূর্ত্তেই এই সাধনা শেষ হইতে পারে।

তিতিক্ষা

১ম মহাশয় সে আর কয়টা লোকের ভিতরেই বা হইতে পারে? কোটী কোটী অসভ্য নিরক্ষর লোক, তাহারা দেশভক্তি বা আত্মশক্তির কি বুঝিবে?

২য়। ভাই, তাহাদের অসামর্থ্যের চিন্তায় নয়নজল অধিক সেচন না

করিয়া আপনি নিজে কি করিতে পারেন কতটুকু প্রস্তুত হইয়াছেন তাহার অনুশীলন করিলে কি ভাল না? জানিবেন, এই যে নানাপ্রকার বিচার, এই যে পরমুখাপেক্ষা এ সমস্তই স্বার্থবুদ্ধিজাত ভয় হইতে জন্মে যদি শতকরা ৯৯ জন লোকে করে, তবে না হয়, সেই দেখাদেখি আমিও একটু করিলাম, নামও হইল, কামও হইল, এমন প্রাণের অবস্থা যাহার, একটা দেশের কথা অতি বিস্তৃত, একটী প্রাণীরও উপকার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নিজের ভিতরের দেবতাকে জাগাইয়া দেখুন, তিনি অনন্ত শক্তিশালী তিনি জাগিলে মানুষ আর কাহারও অপেক্ষা রাখে না একাই সমস্ত করিবার শক্তি পায়। এই শক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না প্রাণের দেবতা তাঁহার শক্তিকে সাধকের আজ্ঞানুসারিণী হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন তাহার দৃষ্টান্তে কোটী মুর্খ পণ্ডিত হয়, কোটী কোটী নিরক্ষর লোক মরণ ছাড়িয়া জীবন যজ্ঞের দীক্ষা লইতে আসে।

অন্তর্দ্দেবতা

১ম ক্ষমা করিবেন মহাশয়, এদেশে এখন এরূপ সাধনা করিতে গেলে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। আমার এইরূপ বিশ্বাস

২য়। যতদিন দেহ ধারণ, ততদিন ভোগের হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। তা সে সুখই হউক, আর দুঃখই হউক। আর সুখ ও দুঃখের বিচারও রুচিভেদে নানাপ্রকার এক ব্যক্তির পরম উপাদেয় খাদ্য আর এক ব্যক্তির সম্মুখে আনিলে তাহার বমন প্রবৃত্তি হয়। তেমনি একের চক্ষে যাহা দুঃখ, অপরের নিকট তাহাই সুখ। প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া সুখ, দুঃখের অতীত কয়জন হইতে পারেন? নিগ্রহ নিশ্চয় জানিয়াও অনেকে কুকার্য্য করে। তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয় সুফল জানিয়াও কেন আপনি যাহাকে বিপদ বলিতেছেন, তাহাতে মাথা না দিবেন? কাপুরুষের নিকট নিশ্চিন্ত পরহস্ত

সুখ ও দুঃখ বিচার

প্রস্তুত ভোগ্য গ্রহণ সুখের হইতে পারে, কিন্তু জগতে যে কোটী কোটী দুঃখপূর্ণ জাতির সেবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে, সেইরূপ জীবনকেই মৃত্যু বলিয়া জানে, আর সেবাজনিত দুঃখকেই পরম সুখ বলিয়া আশ্রয় করে

১ম। তাহা হইলে এখনকার জাতীয়তা দেখিতেছি কেবল মাত্র দরিদ্র, অসভ্য প্রভৃতিকে লইয়াই

২য় হাঁ বন্ধু, তাই। একটা জাতি বলিলে জনকতক জমিদার, বণিক, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, মহারাজ, ব্রাহ্মণ, মোল্লা বা সৈয়দ বুঝায় না নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন, অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত বা কদন্নভুক্ত, কঙ্কালসার, কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, খাসী, ভুটিয়া, মুচী, মেথর, পারিয়া, ধাঙড়, বাগদী এই সমস্ত লইয়া তোমার জাতি তুমি বাঙ্গালী বাবুই হও, বোরী, পার্শী বা মাড়োয়ারী শেঠই হও আর গোয়ানিজ সাহেবই হও, বিদেশীর কাছে ইহাদেরই মত "হিন্দুস্থানী" বা "হিন্দুমাত্র " আজ হইতে দূর কর তোমার সাধের বাবু সজ্জা, ভেঙ্গে দাও তোমার হৃদয়ের আভিজাত্যাভিমান-প্রাসাদ, প্রসারিত কর তোমার উদার বিশাল বক্ষঃ—এই চিরদলিত নর-দেবতাকে, তোমার দেশ মাতৃকার সন্তান, স্নেহের সোদরকে বক্ষে ধরিতে

দেশ মাতৃকার সন্তান।

১ম। গোয়ানিজ বা অপর ভারতীয় খৃষ্টানগণ কি ভারতবাসীর সমান অধিকারী? খৃষ্টানদের ত অনেক বিষয়ে বিশেষ অধিকার বা সুবিধা আছে, যাহা আমাদের নাই তবে তাঁহারা ও আমরা এক প্রকার অধিকারী কিসে?

২য়। ভারতের খৃষ্টানগণ খৃষ্টানের রাজত্বে হয়ত দুই একটা বিশেষ অধিকার পাইয়া থাকেন। তাহাতে হিংসা করা উচিত নহে। খৃষ্টানের রাজত্ব না হইলে আমার, আপনার দশা যদ্রূপ, তাঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

বিদেশীয়ের নিকট তাঁহারাও পরিচয়ে আমাদেরই মত হিন্দুস্থানী বা ভারতীয় মাত্র। বিজয়ী শাসক জাতির সহিত তাঁহারা কখনও সমান অধিকার পান না। অনেক গোয়ানিজের পূর্ব্ব পুরুষগণ হয়ত কোনও কালে পোর্ত্তুগীজ ছিলেন, তাই বলিয়া পোর্ত্তুগালে তাহাদের কি অধিকার আছে? যদি কেহ খ্রীষ্টান রাজার সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অহঙ্কার করেন, তবে তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত। অনেক খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণ এ বিষয় এখন উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতেছেন।

১ম। আচ্ছা, ইউরোপীয় দেশসমূহের পণ্যাদি গ্রহণ করিলে আমাদের আর্থিক অবস্থার ক্ষতি হয়, ইহা অবশ্য বুঝি। কিন্তু যেখানে নিতান্ত না লইলে চলে না তথায় জাপানের পণ্য লওয়ায় দোষ কি? জাপান ত এসিয়াবাসী এবং ভারতেরই প্রতিবেশী।

২য়। জাপান, চীন, আফগানিস্থান বা পারস্য আমাদের প্রতিবেশীই হউক আর যাহাই হউক, বন্ধু নহে। শক্তিহীন দাস-জাতির সহিত কেহই বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত নহে।

কে আস্থার পাত্র?

এরূপ জাতির খাতির বা আত্মীয়তা কেবল আমাদের মত নিরীহ দরিদ্র জাতির অর্থশোষণের সম্বন্ধে। বরং ইংলণ্ডকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু জাপানকে কখনও যায় না। জাপান এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনগর্ব্বিত, শক্তিশালী ও শঠতাপূর্ণ জাতি। বাহিরের কাহারও উপর আস্থা করিও না। আপনার সমান সুখ, দুঃখ, নিগ্রহাদির ভাগী প্রিয় দেশবাসী একমাত্র আস্থার পাত্র, আর কেহই নহে।

১ম। আমাদের ভারতবর্ষ চিরদিন শান্তিপ্রিয়। এজাতি কাহারও উপর কখনও অত্যাচার করে নাই। এ বিষয় আপনি স্বীকার করেন কি না?

২য়। বিদেশের পক্ষে এ কথা খুব সত্য বটে, স্বদেশের পক্ষে, এ কথা

আদৌ খাটে না। এ দেশের উচ্চ বংশীয়েরা যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাদিগকে এমন ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য মনে করিয়াছেন, যে তেমন ব্যবহার কোনও পশুও তাঁহাদের নিকট পায় নাই, আজ আমরা তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আমরা কোটী কোটী মূর্খ ও অসহায়ের স্বজাতি ও প্রতিবেশী। তাহারা আমাদের উপর ভরসা ও আস্থাহীন; আজ আমরা দুর্ব্বল পরমুখাপেক্ষী দাস জাতি, জগতের দরবারে আজ একঘরে।

১ম। আচ্ছা, আপনার আদর্শ অনুযায়ী গঠিত জীবন ব্যক্তির ঈশ্বরানুভূতি কিরূপ?

২য়। একমাত্র পরমেশ্বর অনন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিঘটে বিরাজমান। আমরা এই বিশ্বদেবকে তুচ্ছ করিয়া আপনার ভিতরের অহঙ্কারকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলাম, এবং পাইয়াছিলাম তাহাকে রাক্ষসের মূর্ত্তিতে, যে আমাদের সর্ব্বস্ব খাইয়া আমাদের শুষ্ক অস্থি কখানির মধ্যে একটা মরণোন্মুখ প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুধু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের জন্য, মরিতে দেয় নাই—এড়াইয়া যাইব বলিয়া।

দেশসেবকের ঈশ্বরানুভূতি

১ম। সেকি! ভারতবাসী স্বজাতির উপর কি অত্যাচার করিয়াছে?

২য়। কি না করিয়াছে তাই বলুন। উচ্চশ্রেণী ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, রাজত্ব করিয়াছেন, হতভাগ্য নিম্নশ্রেণী দেহমাত্রসার হইয়া দাসত্ব করিয়াছে। উচ্চের বিধানে নিম্ন জ্ঞানের অনধিকারী, উচ্চ পবিত্র নিম্ন অস্পৃশ্য। অথচ এই নিম্ন না হইলে সমাজ অচল; এ ত গেল হিন্দুর কথা। মুসলমান আসিলেন রাজা হইয়া, এদেশে থাকিয়া হইয়া গেলেন ভারতীয়, কিন্তু এই হিন্দুর পাপ তাঁহাকেও ঘিরিল। তিনি স্বজাতির উপর যে উদারতা প্রদর্শন করিলেন, হিন্দুর উপর তত পারিলেন না। ফলে, তাহাকেও হিন্দুর দশা পাইতে হইল। মোগল, পাঠান বাদশাহবংশী

যেরাও আজ চন্দ্র সূর্য্য বংশের মত "অগৌরবে ভ্রমে"। আজ হিন্দু, মুসলমান সকলেই এক জাঁতায় পিষিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাই পুরাতন যুগের অবসানে, নবযুগের প্রভাতে, হিন্দু, মুসলমান দুই গরিষ্ঠ সহোদর সমস্ত কনিষ্ঠগণকে লইয়া মরণোন্মুখী বৃদ্ধা জননীর পদপ্রান্তে পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়াছেন

১ম তবে কি এই দুর্ব্বল ভারতবাসীকে উত্থানের জন্য নিজের উপরই নির্ভর করিতে হইবে? অপর কোন শক্তির সামর্থ্যে আমরা কি অধিকতর শীঘ্র ও সহজে জাতীয় অধিকার আদায় করিতে পারি না?

২য় অপর জাতির কি এমন মাথা ব্যথা পড়িয়াছে যে আপনাদিগকে ধন, জন, অর্থ, অস্ত্র, বুদ্ধি, দেশ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিপন্ন করিয়া সাহায্য করিতে যাইবে? হাঁ, তবে এমন রাক্ষস জাতি মিলিলেও মিলিতে পারে (যেমন জার্ম্মানি বা বলশেভিক) যাহারা তাহাদের পেটের ব্যবস্থা করিবার জন্য দিন কতক আপনাদের সহায়তা করিতে পারে সাবধান, এই পাপ হইতে দেশকে ও দেশবাসীকে রক্ষা করুন নিজের বাহুবল, জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং বিশ্বাসের অচলতার উপর যদি অভীপ্সিত লাভের জন্য বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন তবে জয়চন্দ্র, ভবানন্দ মজুমদার বা পলাশী ব্যাপারের পুনরভিনয় জন্য যেন কেহ প্রস্তুত না হন দুর্ব্বল, অভিভাবকহীন নির্ব্বোধের বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য বুদ্ধিমান অছির কখনও অভাব হয় না। তাহারা নিঃস্বার্থ পরোপকার, সাধারণ মনুষ্য-প্রেম ও স্বাধীনতা দানের অছিলায় একবার দুর্ব্বল দেশে প্রবেশ করিতে পারিলে একেবারে কূর্ম্ম অবতারের মত কামড়াইয়া ধরিবে, আর প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জন না হইলে ছাড়িয়া দিবে না।

জার্ম্মান ও বলশেভিক

১ম ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও প্রাদেশিক পার্থক্যও বড় অল্প নহে এই পার্থক্যের ভাব নষ্ট করিয়া একতা বন্ধনের উপায় কি ?

২য় উপায় মেলামেশা ; স্ব স্ব প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া অন্য প্রদেশে কোন না কোন উদ্দেশ্য বা কার্য্য অবলম্বন করিয়া যাওয়া থাকা, আচার ব্যবহার জানা নচেৎ এ খাঙ্গাল, ও ছাতু খোর, সে উড়ে ম্যাড়া, তুমি ভেতো বাঙ্গালী, ও মেড়ো, অমুক নেড়ে, ফলানা কাকেশ্ব ইত্যাদি ভাব থাকিলে পার্থক্য দূর ত দূরের কথা, গৃহ শত্রুতা বাড়িয়াই যাইবে ; হাজার বৎসরেও তাহা দূর হইবে না একটা উদাহরণ দিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিই বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা অপেক্ষা দরিদ্র প্রদেশ ; এই প্রদেশের উড়িয়া ও বিহারী অধিবাসীগণ বাঙ্গালা দেশে না আসিলে, তাহাদের প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর কাজ না করিলে সে প্রদেশের উৎপন্ন খাদ্যে তিন মাসও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন কিনা, সন্দেহ। কিন্তু সম্প্রতি এই প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক প্রদেশ হওয়া অবধি বাঙ্গালীদের প্রতি বিহারী ও উড়িয়া ভ্রাতাদের ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, কেহ তাহা ১৫ দিন কোন বিহারী অফিসে যাতায়াত করিলেই সহজে বুঝিতে পারেন এইরূপ ভেদভাবই জাতিকে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল করে আর আত্মবিক্রীত আমরাও এমনি দুর্ব্বুদ্ধি যে অপরের প্ররোচনায় আমাদের প্রতিবেশীদিগকে দূরে সরাইয়া দিয়া আমরা পরের হাতের যন্ত্র সাজিয়া ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি এ কি দারুণ মোহ, দাসত্বের কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল কিসে আমাদের শক্তি বাড়িবে, আমরা প্রসারিত ও একতাবদ্ধ হইব সে বিষয়ের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, মুক্তি ও ওপারে

প্রাদেশিক পার্থক্য

১ম। এই মেলা মেশা ত সহজ ব্যাপার নয় সারা ভারতে প্রায় ১৫।১৬টী ভাষাই প্রচলিত, সমস্ত লোকের সহিত কথা বলিতে হইলে ত এতগুলি ভাষাই শিখিতে হয়।

ভারতের ভাষা

২য় না, তাহা আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষে এমন একটী ভাষা প্রচলিত আছে, যাহা শিখিলে মাদ্রাজ ভিন্ন সমস্ত প্রাদেশিক লোকেই বুঝিতে পারে এই মধ্যস্থ ভাষা হিন্দী প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রধান ও প্রথম ভাষা স্বকীয় প্রাদেশিক ভাষা ও হিন্দী দ্বিতীয় ভাষা হওয়া উচিত

১ম বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য প্রদেশের অধিবাসীগণ বেশ কষ্টসহিষ্ণু বাঙ্গালীদের কেরাণীগিরিই সম্বল হইয়া পড়িয়াছে তাঁহাদের এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?

২য় উপায় পরিশ্রম শিক্ষা পরের ভাষায় দুনিয়ার বাজে কথা শিখিয়া বাঙ্গালা কেরাণী মাত্রই বনিয়াছে আর তাহার উপর দশসালা বন্দোবস্তের কল্যাণে তাঁহারা অচল ও শক্তিহীন তাঁহাদের কোন প্রকারে চাকরী না মিলিলে আর দুটী উদরান্নের সংস্থানের উপায় নাই এই মোহ কাটাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যাদি শিক্ষা করা আবশ্যক কলিকাতা প্রভৃতি সহরে একজন মজুর প্রতিদিন ২ ॰ টাকা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে কিন্তু হায় বাবুগিরি, তোমাকে অবলম্বন করিয়া ভদ্র সাধারণের দিন আট আনা পয়সা সংগ্রহ হওয়াও দুর্ঘট এই ভদ্রতার মোহ কাটাইয়া আমাদিগকে সাধারণ দেশবাসীদের সহিত মিলিয়া শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষা করিতে আর এক দিনও বিলম্ব করা উচিত নহে। স্বহস্তে প্রস্তুত বাগানে নানাপ্রকার ফলমূল, তরকারি প্রভৃতি উৎপাদন, নানাবিধ শিল্প শিখিয়া দিবারাত্রি কোন না কোনও কার্য্যে

মজুর ও বাবু

নিযুক্ত থাকাই সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় ও লক্ষণ যে সময় বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে সে ত জীবন্তে মরা কর্ম্মই জীবনের লক্ষণ ওগো জীবন্ত মানুষ নূতন যুগের দেবশিশু, জাগো, ওঠো এই মুহূর্ত্তেই সম্মুখে যে কাজ পাও, মান, অপমান নির্ব্বিচারে, ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে অবলম্বন কর নির্ভয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। যিনি তোমার পাঞ্চভৌতিক দেহমন্দির অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন, কর্ম্মই সে দেবতার পূজা তাঁহার উদ্বোধন কর

১ম মহাশয়, সময় হওয়া চাই ত? যখন তখন, সময় অসময়ে, কাজের নাম করিয়া লাফাইলে কি ফল পাওয়া যাইবে?

২য় বলিয়া ফল পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু কর্ম্মের জন্য কালাকাল নাই এই কর্ম্ম দ্বারাই শক্তির বোধন করিতে হয়। ওগো আত্মারাম, হইলই বা অকাল; এই অকালেই শ্রীরামচন্দ্র অকাল-বোধন করিয়াছিলেন তাঁহার সাফল্য স্মরণ করিয়া আত্মশক্তির বোধন কর হে ভারত, অনুভব কর তুমিই ভারতবর্ষের প্রাণ; আর কেহই তোমাকে সহায়তা করিবে না একাকী তোমার উপর ত্রিশকোটী মানবের মনুষ্যত্বলাভ নির্ভর করিতেছে। তোমার একটী মুহূর্ত্ত নষ্ট করায় যদি সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবে সে ত্রুটীর জন্য তুমিই একাকী দায়ী। পরে কি করিতে গেল কি না, তাহা ভাবিবার অবসর নাই একাকী তুমি মাত্র প্রস্তুত হও

অকাল বোধন।

১ম। আচ্ছা, কি প্রকারে পল্লীতে পল্লীতে এই নূতন ব্রত প্রবর্ত্তন করা যায়?

২য়। নিজের গৃহের চারি দেওয়ালের ভিতর বসিয়া ভাবিলে পল্লীতে সে সংবাদ পৌছিবে না, বন্ধু। যদি হৃদয়ে প্রেমের অনুভূতি পাও তবে এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত প্রেমে হৃদয় ভরিয়া লইয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছড়াইয়া পড় বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, কৃষক, বণিক, ব্যবসায়ী, ধনী,

দরিদ্র সকলের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া কথা বল, তাহাদের কর্ত্তব্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেও আজও আমাদের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ভারতের নারীজাতি কিম্ভূতকিমাকার লজ্জায় দুই হাত লম্বা টানা ঘোমটার ভিতরে কলাবৌ সাজিয়া নিষ্কর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে দিদিমা ও ঠাকুরমার "কলা, বড়ি, থোড়" ও "থোড, বড়ি, কলা," পুনঃ পুনঃ বাঁধিতে বাঁধিতে বার্দ্ধক্য ধরিয়া মরিয়া গিয়াছেন, মাদের সন্তান গর্ভে ধারণ ও

নারী শিক্ষা

প্রসবের জ্বালায় জগতের দিকে চাহিবার অবসর নাই, আর তরুণীরা পণ্ডিতমূর্খ স্বামীদের সোহাগের সাজান পুতুল হওয়ায় বাহিরে আর যে জগৎ আছে, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত কোন কোন কাপ্তেন তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার অছিলায় লোহার ১টী শিকল খুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে সোনার শিকল পরাইতেছেন এই মাতব্বর সংস্কারকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মেয়েদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয় সামাজিক, গার্হস্থ, ব্যবসায়িক, দেশোন্নতিমূলক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদয় কাজে সকল ক্ষেত্রে সঙ্গে লইয়া সমান অধিকার দিয়া সর্ব্বদা সমাজের আবশ্যকীয় সমুদয় কাজ করিলে, দেশ মাতৃজাতির শক্তি ও সাহায্য পাইলে, দেশের অতি অল্প দিনের ভিতর অধিক কল্যাণ সাধিত হইবে

১ম আচ্ছা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পের প্রচলন পল্লীগ্রামে কিরূপে করা যায়? এবং কি প্রকার শিল্পই বা গৃহশিল্পের উপযোগী।

২য় সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন গ্রামের কৃষক, সওদাগর, শিক্ষার্থী, জমিদার সকল শ্রেণীর লোক একত্র মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ইতর বা ছোটলোক, কাফের, নেড়ে ইত্যাদি ঘৃণাজনক সংজ্ঞাগুলি চিরজন্মের মত বিস্মৃত হইতে হইবে। হাট প্রভৃতি স্থানই এরূপ মিলনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান তাহাতে কাহাকেও বিজ্ঞাপন দেওয়ার বা নিমন্ত্রণ করিবার

আবশ্যক হয় না বাজকর্ম্মচাবী, জমিদারের কর্ম্মচারী, সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার কবিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া উচিত কার্য্যা-

সংগঠন।

রম্ভের পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে ২৩ খানি তাঁতের, প্রতি গৃহে একটী কবিয়া চবকা দিবার, মেয়েদের ড্রয়িং-এর বই, পাক প্রণালী সেলাইয়ের কল, সূচিকর্ম্মের বই, সূতা প্রভৃতি দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। একটী আলমারি দুই খানি ছোট চাকাব হাত গাড়ীর উপর বসাইয়া তাহাতে দুইটী হ্যাণ্ডেল লাগাইয়া লইতে হয়, যাহাতে ইচ্ছামত পুস্তকাদি পূর্ণ করিয়া একজন বা দুইজন গ্রাম্য সেবকে অক্লেশে গ্রামের মধ্যে লইয়া বেড়াইতে পারে প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের জন্য এক প্রস্ত বাগানের যন্ত্র কর্ম্মকাব বাড়ী হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। উত্তম তুলার বীজ প্রতি গৃহে বাঁটিয়া দিতে হইবে প্রত্যেক গৃহস্থ, তাঁহার বাড়ীর লোক সংখ্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে তুলার বীজ ও আব খানিকটা জমিতে শাক, সজী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য ফল, তরকারি ইত্যাদির আবাদ করিবেন। প্রত্যেক বালিকা চরকায় সূতা কাটা শিখিবেন তন্তুবায় ডাকিয়া গ্রামস্থ সাধারণের তাঁতে প্রত্যেক যুবক ২।১ ঘণ্টা সময় বস্ত্র বয়ন শিখিবেন মেয়েবা কামিজ, কোট, জ্যাকেট, বডিস্ ইত্যাদিব কাট্ ও সেলাই শিখিবেন ও মোজা, গেঞ্জি, গলাবন্ধ ইত্যাদি বুনিতে শিখিবেন লিখিবার কালী, কলম, মুখ ধুইবার গুঁড়া, নস্য, জর্দ্দা, হর্ত্তি, লজেঞ্জস্, গালার খেলনা, চুড়ী ইত্যাদি, মাটীর পুতুল, ছবি, কাগজ, কাপড বা মোমের ফুল, জুতার কালী, প্রতীমার জন্য ডাকের

গৃহশিল্প

সাজ ইত্যাদি ছেলেরা বা মেয়েরা প্রস্তুত কবিলে পল্লী-সমাজ তাহাদিগকে সমুদয় আবশ্যকীয় সংবাদ দিবেন, বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া, দর ঠিক কবা প্রভৃতিও পল্লী সমাজের

কার্য ছেলেরা বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় পল্লীপুস্তকাগার, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া পল্লীতে বেড়াইয়া, কৃষকের ক্ষেত্রের নিকট গিয়া মৎস্য, মধু ও মৌচাক পালন, তুলা, ইক্ষু, পাট, শন রেশম, গালা, আলু, কপি, চীনাবাদাম, বীট্, গাজর প্রভৃতি লাভজনক ও উন্নত জাতীয় ফসলের চাষ প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন, চার্ট প্রভৃতিতে আঁকিয়া বা ফিল্ম্ পাইলে ম্যাজিক লণ্ঠনে দেখাইবেন চাষ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পুস্তক হইতে পড়িয়া শুনাইবেন এবং ক্ষেত্রে গিয়া স্বহস্তে কৃষকদের নিকট ক্ষেত্রের ও চাষের কাজ শিখিয়া আসিবেন, তাঁহাদেরও শিক্ষা হইবে, কৃষকেরাও শিখিবে মোটরের কলে কেমন চাষ হয়, চাঁদা তুলিয়া সকলের জমি চাষ করিবার জন্য এইরূপ কল আনা সম্ভব কি না, এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং সম্ভব হইলে কল আনিয়া নিজেরা ও কৃষকেরা একসঙ্গে ক্ষেত্রের কার্য্য শিক্ষা করিবেন। শঠী হইতে পালো প্রস্তুত, হরিদ্রা হইতে রং প্রস্তুত, আনারস, কলা প্রভৃতির চাষ নানাপ্রকার ফল রক্ষা, গাটাপার্চা, সেলুলইড, সিরামিক্স্ ট্যানিং প্রভৃতি কার্য্য নিজেরা পুস্তকাদি দেখিয়া এক্স্পেরিমেণ্ট করিয়া, নিজে শিখিয়া দেশের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থে সকলকে শিখাইয়া দিবেন তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে অপরকে না শিখাইবার পাপে আজ শত শত শিল্প দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে

শিল্প প্রচার

১ম আপনি যে এক নিশ্বাসে শতেক ব্যবসায়ের নাম করিয়া বসিলেন, এ সমস্ত কাজ কি অল্প টাকার কাজ? না পল্লীগ্রামের লোকদের তেমন উৎসাহ ও একতা আছে?

২য় তাহাদের নাই, তবে কি আপনাদের আছে? প্রাণ যদি দুই একটা থাকে, তাহা পল্লীতেই আছে। এখনও পল্লীতে গেলে একটু থাকিবার স্থান ও এক মুষ্টি অন্ন পাওয়া যায় আপন মঙ্গল

উন্মাদেও বোঝে বৎসরে এক একটী গ্রাম হইতে মোকদ্দমার জন্য যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়টা পল্লী সংস্কারের উপর করিলে ৫ বৎসরে একটী গ্রাম আদর্শ গ্রামে পরিণত হইতে পারে আর কিছুরই অভাব নাই কেবল প্রাণবান্ আদর্শ কর্ম্মীর অভাব, যাঁহাদের জীবনের নিত্য-কর্ম্মের আদর্শ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া লোকে কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে এমন অনেক অক আত্মভোলা অক্লান্ত কর্ম্মীর আবশ্যক, যাহারা নিজের ঘরখানি ছাড়িয়া আসিয়া নিখিল বিশ্বের মাঝে অনন্ত মূর্ত্তিতে পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীদের সেবার জন্য মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়াইয়াছে, যাঁহাদের বাসভবনের চন্দ্রাতপ অনন্ত আকাশ, গৃহভিত্তি শস্য তৃণাচ্ছাদিত শ্যামা মেদিনী, বজ্রঝঞ্ঝাবর্ত মরুতপ্ত ঝটিকা, পৌষের কুয়াশা, শ্রাবণের ধারায় যাহাদের আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি নাই যাহাদের সংখ্যা সীমাবিশিষ্ট নহে, যাহাদের শ্রেণী বিভাগ গোত্র বা বর্ণ নাই, নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী দেহে যাহাদের পিতৃ মাতৃ ভগিনী ভ্রাতৃ-দুহিতৃত্ব বদ্ধ নহে তাই, সেবক কখনও নিজের অস্তিত্বের সংবাদ রাখে না সে জানে যে সে বিশ্বের জন্য প্রেরিত সে আপনি স্বার্থকতায় অনন্ত জীবন সমুদ্রে ভাসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেককে ভাসাইয়া লইয়া যায় কে আছ এমন দেবদূত, এস আজ ভারতবর্ষ তোমাকে ত্রিশ কোটী কণ্ঠে কাতরে ডাকিতেছে

সেবকের আত্মানুভূতি

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"

১ম দুই এক দিনেই কি কেহ সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মবীর হইতে পারে মহাশয়? এখন আমরা আরম্ভ ত করি, ক্রমে ক্রমে ২ ৪ বৎসর পরে দেখিবেন যে—

২য় যে আপনারা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথা হইতে এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন নি, অধিকন্তু পিছু হটিতেছেন দেখুন, যাহার প্রাণে দেশ সেবা প্রথম ও প্রধান অবলম্বনীয় বিষয় বলিয়া না প্রতীতি জন্মে, তাহার দ্বারা এ সব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুরূহ দেশই আমার সাধনা, দেশই দেবতা, দেশের নরনারী আমার রক্ত, আমার ভাই; তাহাদের নিত্য দুঃখ দূর করিতে আর একটী মুহূর্ত্ত দেরী হইলে সমুদয় লইয়া আমার দেশ শতবর্ষ পিছাইয়া যাইবে, এমন ধারণা যাহার আছে, যাহার দরিদ্র কোটী কোটী দেশবাসীর পরিতৃপ্তির সহিত অন্ন বস্ত্র না মিলা পর্য্যন্ত অন্নগ্রাস মুখে তুলিতে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়, যাহার এই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃভূমিক গৌরব-বিহীন দেখা পর্য্যন্ত সুকোমল শয্যা কণ্টকাকীর্ণ অনুভব হওয়ায় নিদ্রা হয় না, যাহার কোটী কোটী মুর্খ কুসংস্কার পূর্ণ ভ্রাতা ভগিনীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণ দগ্ধ হইতে থাকে, তাহার পক্ষে কি বিলম্ব সহ্য করা সম্ভবপর হয়?

অভাবের অনুভূতি

১ম দেরী করিতে হইবে, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য এই যে, যাহা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শক্তিতে হইবে, তাহার মধ্যে সহসা গোলমাল আনিয়া বিপদ ও শত্রুতা ডাকিয়া আনা কেন? যেখানে স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতেছে সেখানে ঝটিকার প্রবর্ত্তন কেন?

২য় ঝটিকা স্নিগ্ধ মলয় সমীরণেরই পূর্ব্বাভাব, প্রলয় সৃষ্টিরই পূর্ব্ব লক্ষণ সে কথা যাক, আপনার কথাই ধরা যাউক পাশ্চাত্য ভাব আপনাদের প্রাণের ভিতর দিবারাত্রি এমন মগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে যে আপনারা কেবলমাত্র যে তাহাদের ফ্যাসান নকল ও মতের অধীনই হইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ফটোগ্রাফও আপনাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেশের

অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিতে গেলেই নিহিলিষ্ট, সিন্‌ফিন্‌, বলশেভিক্ প্রভৃতির দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে চান এই সকল পরচেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া নিজের পথে চলিতে আরম্ভ করুন, নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে।

১ম আপনার কি বিশ্বাস হয় না যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে আমাদের সমস্ত অধিকার ফিরাইয়া দিবেন?

২য় ইংরাজ বিদেশী, রাজার জাতি তাঁহারা স্বদেশ প্রেমিক অদ্ভুতকর্ম্মী। এই জাতি প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে তাহাদের জাতীয়, ব্যবসা, জাতীয় রাজ্য, জাতীয় প্রভুত্ব জাতীয় ধন ও জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আর এই সময়ে আমরা পরস্পর বিবাদ, নানারূপ শ্রেণীবিভাগ, দাস্যবৃত্তি, সাম্প্রদায়িক কলহ, ঘৃণা ও দারিদ্র্য বাড়াইয়া চলিয়াছি আজ আব্দার করিব যে "ওগো ভাল মানুষের জাতি ভদ্রলোকগণ, তোমরা দয়া করিয়া তোমাদের লব্ধ এক একটী সুবিধা, অধিকার ও আমাদের যাহা যাহা তোমরা স্বাধিকারে রাখিয়াছ, তাহা এক একটা করিয়া ফিরাইয়া দিয়া হাত ধুইয়া দেশে ফিরিয়া যাও সেখানে আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া অনাহারে তোমরা মৃত্যু আশ্রয় করগে" এ আব্দার কি কেহ কখনও রাখিতে পারে? না যাহার মাথার খুলিতে মস্তিষ্ক আছে, সে এমন অনুরোধ করিতে পারে, বা কাহাকেও এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে শুনিলে বিশ্বাস করিতে পারে? যাহারা অলস, নিরুৎসাহী, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, স্বজাতির উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন, বার, মাস, তিথি ও নক্ষত্রদোষ যাহাদের দিবসের মধ্যে ২৩ ঘণ্টার, পেছন ডাকা, হাঁচি, টিকটিকি, গিরগিটির ভয়ে দিবারাত্রি শশব্যস্ত তাহাদের আর জাতীয় অধিকারের স্বপ্ন দেখা কেন?

ভারতে ইংলণ্ডের সাধনা

১ম দেখুন, ভগবান যাহার দেশে যেমন ব্যবস্থা উচিত, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন এবং করিতেছেন আমাদেরও উন্নতির ব্যবস্থা তিনিই করিবেন

২য় ভগবান আত্ম-নির্ভর ও বিশ্বাসপরায়ণ সাধকের সাহায্য করেন আহাম্মকের সহায়তা আমিই করি না, তা ভগবান ভগবান কি ঘুষখোর, বন্ধু? যে তিনি জগতের লোকদিগকে দুই চক্ষে দেখিবেন? আমার ধারণা এই যে, আপনি যে বস্তু বা অধিকারের উপযুক্ততা লাভ করিবেন, তাহা ভগবান হইতে দুনিয়া পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে যুক্ত করে দিতে বাধ্য বন্ধু, জগতের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য অধিকার আদায় করিয়া লইবার পূর্ব্বে একবার নিজের প্রাণের নিকট কি কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তিনি কি চান?

ঈশ্বর কাহার সহায়?

১ম কেন, স্বাধীনতা

২য় কেমন স্বাধীনতা? অন্য দেশের দেখাদেখি? স্বাধীনতা পাইলে আপনি কেমন অনুভব করিবেন? আপনার দেশের সমুদয় লোকই কি স্বাধীন হইবেন?

১ম দুনিয়ার অন্য সকল সভ্য জাতিই স্বাধীনতা ভোগ করে, কেবল আমরাই করি না এই স্বাধীনতার অভাবে প্রাণে যন্ত্রণা হয় বৈ কি? স্বাধীনতা পাইলে কেমন অনুভব করিব, তাহা এখন ঠিক বুঝিতে পারি না বটে, তবে একথা ঠিক যে একবার তাহা পাইলে দেশের সকলে সমান অংশেই পাইব

অনির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতা

২য় আপনার গ্রামের কোদাই শেখ ও জগা তাতীকে আপনার বিছানায় বসিতে দিয়া থাকেন?

১ম তা দিতে যাইব কেন? তাহারা যে বড় নোংরা মহম্মদ

আলি মজুমদার ইন্দ্রনারায়ণ পাল চৌধুরী, ইঁহারা আমার ভিন্ন বর্ণের হইলেও ভদ্রলোক, ইঁহাদিগকে বসিতে দিয়া থাকি

২য় হায় মিত্র, এইটুকু প্রাণ লইয়া কি ৩২ কোটী ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবী করিতেছেন ?

আপনার দরিদ্র দেশবাসীর মূর্খতার ও নোংরামীর জন্য কে দায়ী ? কাহারা তাহাদিগকে মুক্তির আস্বাদ, শিক্ষার মাধুরী, শুচিতার স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন ? মজুমদার সাহেব ও চৌধুরী বাবুর পয়সার জোরে তাহাদিগকে সমকক্ষতা দিতে পারেন, আর তাঁহাদিগেরই স্বশ্রেণীর কোদাই ও জগাকে বাহিরের ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া চট দিতেও অস্বীকৃত, অসন্তুষ্ট হইবেন না বন্ধু, আমরা অদ্যাপি জাতীয় স্বাধীনতার উপযুক্ততা লাভ করি নাই। লাভ করিলে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিতে জগতের সমুদয় জাতির সম্মিলিত শক্তিতেও কুলাইত না আর স্বাধীনতা পাইলেই বা এই দরিদ্রদের অবস্থার কি উন্নতি হইবে ? লাভের মধ্যে এইমাত্র হইবে যে দু'দশ জনের অত্যাচারের স্থানে তাহারা দু'দশ হাজারের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইবে, এই ত ?

স্বাধীনতার উপযুক্ততা

১ম তবে আপনার স্বাধীনতা, না জানি, আবার কিরূপ ? আমরা ত সকলকেই সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত

২য় আমার স্বাধীনতা নয় ভাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলুন স্বাধীনতা যে দিতে চাহিতেছেন, স্বাধীনতা কি আপনারাই—পাইয়াছেন ?

১ম পাইলে আর তাহার জন্য এত উৎকণ্ঠা হইবে কেন ?

২য় আচ্ছা, যাহার যে বস্তু নাই, তাহা কি সে অপরকে দিতে পারে ?

জাতীয়তার অনুভূতি

১ম না

২য় তবে প্রথমে নিজে স্বাধীন হউন, পরে অপরকে দিবার চেষ্টা
রবেন

১ম একটী দেশের কোটী কোটী লোকের মধ্যে একজন লোক
মন করিয়া একাকী স্বাধীন হয় ?

২য় একটী গাছের শত শত ফলের ভিতর একটী ফল যেমন
রিয়া পৃথক ভাবে থাকে

১ম আপনার এ স্বাধীনতা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না

২য় ভাই, যেমন আগে ফুল ফুটিয়া, ফল ধরিয়া শেষে বৃক্ষে
রস সঞ্চার হয় না, যেমন আগে কর্ম্ম করিয়া তাহার
আগে স্বাধীনতা, শেষে কর্ম্ম — পর কার্য্যের প্রবৃত্তি হয় না বরং তাহার বৈপরীত্যই
প্রকৃতির নিয়ম, তেমনি আগে প্রাণে প্রাণে স্বাধীন
লে তবে বাহিরে তাহার কর্ম্মবিকাশ দেখা যায় এই "স্ব" অর্থাৎ আপ-
র অধীন হইতে হইলে সে আপন কেমন তাহা আগে দেখুন, বুঝুন

১ম তাইত এই 'স্ব' আবার কেমন, আর বন্ধনেরই বা সীমা
থায় ?

২য় আপনার ভিতরেই আপনার 'স্ব' আর আপনিই সেই 'স্ব'-
র প্রকাশ সেই সর্ব্বমুক্ত 'স্ব' বন্ধন গ্রহণ করেন না তাঁহাকে জানিলেই
প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রাপ্ত হইলেই প্রকাশও তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন
খন আপনি নির্বৈরঃ শত্রু নাই—বাঁধিবে কে ? যে আপনি মুক্ত নয়,
অপরকেও মুক্তি দিতে পারে না। আপনার আদি, মধ্য, অন্ত
ই আপনার আরম্ভ নাই, শেষ নাই ; আপনার কর্ম্মের আরম্ভ বা অন্ত
ই; আপনার শক্তিও তেমনি অনন্ত কর্ম্মের জন্য সেই সদা চৈতন্য
রুষ শত শত দেহ ধরিতেছেন ও ছাড়িতেছেন এই পুরুষকে অকর্ম্মস্পর্শ

করাইবেন না আপনি পবিত্র আপনার নিকট ক্ষুদ্র কলঙ্ক ঘেঁসিতে পারিবে না বরং আপনার স্পর্শে কলঙ্কিতের কলঙ্ক মোচন হইবে

মুক্তের স্বরূপ

পাষাণময়ী বদ্ধদেহা অহল্যা মুক্ত রামচন্দ্রের স্পর্শে মুক্তি পাইয়া থাকে এই দেশেই একটী ডাইনামোর শক্তিতে কোটী স্তম্ভে বিজলী গতিতে আলোকের সঞ্চার হইতে পারে একজন মুক্তের গতি ও স্পর্শে বিশ্বসংসারে প্রাণের সঞ্চার হয়, সেই লুকায়িত মুক্ত পুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করুন তাঁহাকে পাইলে আর জগতের দ্বারে দ্বারে পন্থা ও কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। প্রিয়তম, তিনি দূরে নাই আপনারই আশ্রিত মায়া প্রসূত কর্মজঞ্জাল হইতে দূরে, নিভৃতে ঐ শোন তাঁহার মধুর বংশীনিনাদ তাঁহার মাধুরী দেখিতে চেষ্টা না করিলে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? কায়মনোবাক্যে একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখ অনন্তরূপে তুমিই বিরাজমান, "তত্ত্বমসি"

১ম আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছিনা আমি জাগ্রত কি সুপ্ত ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে ইচ্ছা হইতেছে এখনই দূর করি—ভদ্রতার বন্ধন, সুখের আশা, নগরের অট্টালিকা; আর বরণ করিয়া লই আমারই বিভিন্ন মূর্ত্তি কোটী কোটী ভ্রাতার সাধের দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ শোক দারিদ্র্যের পর্ণকুটীর

২য় বন্ধু সত্যই বলিয়াছ যাহাদের লইয় দেশ, তাহাদিগকে দূর

দেশের অধিবাসীই দেশের প্রাণ

করিয়া দিয়া আমরা একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্রে রং ফলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহা ধানের ক্ষেতের সবুজ রংই হউক, আর রক্তে রাঙাই হউক ভাই, আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে দেশের বত্রিশ কোটী মানুষের প্রাণ দিবানিশি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শুইয়া দুঃখের মালা জপ করিতেছে ও ক্ষুধার

জ্বালায় জ্বলিতেছে ; তাহাদিগকে 'আমার' বলিবার কেহই নাই বন্ধু, বিশ্বরূপ দেখিতে চাও যদি তবে দেখ, এই বিরাট মূর্ত্তি কি বিশাল, করুণ ও ভয়ানক

১ম সত্যই ভারতবর্ষের এ কি ভয়ানক মূর্ত্তি . এ কি দারুণ ক্ষোভ ও অভাবের হাহাকার! এ চিন্তা ত আর করা যায় না। হায় জননী ভারতবর্ষ, তোমার সে মধুর মূর্ত্তি কোথায় ?

২য় তোমারই মধ্যে তোমারই সাধনার মাধুর্য্যে সে মূর্ত্তির বিকাশ আবার হইতে পারে। বহুশতাব্দীব্যাপী অনার্য্যোচিত কর্ম্ম পরম্পরায় ভারতের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস পাইয়াছে, ভারত মরিতে বসিয়াছে। তাহাতে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর ওঠো, ভাবনা ও ক্রন্দন বিফল হাঁড়ির বাড়ী যাও, মুচিকে শুচী কর অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য বলিয়া একটীবার

ত্যাগ ও গ্রহণ

ডাক বাঁচিয়া, মরিয়া থাকিও না মরণকে জীবনে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য মরণকে আলিঙ্গন কর

হয়ত আর তুমি এক দিনও কলিকাতার, বোম্বাইয়ের, মাদ্রাজের বা দিল্লীর ট্রামে, মোটারে, জাহাজে চড়িয়া সুখের জীবন যাপন করিতে পারিবে না, সেখানে সোনা বাঁধান মৃতদেহ পড়িয়া আছে ফিরিয়া যাও সেই সব জীবনের কাছে মৃতদেহের মধ্যে পল্লীর ছেঁড়া কাঁথার ভিতরে, এক পেট প্লীহাপূর্ণ মরণোন্মুখ দেহের মধ্যে যাহা ধুক্ ধুক্ করিতেছে আর কাতরে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে হয়ত এজীবনে আর এক দিনও কোট, শার্ট, প্যাণ্ট, হ্যাট্ পরা জুটিবে না ; উহা মৃতের সজ্জা, শ্মশানের বস্ত্র, উহা দূর করিয়া চল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় মোটা সূতোর বোনা চট্ মোড়া প্রাণবান্ ছেলেদের কাছে যাহারা তোমাকে আশা করিয়া জন্মাবধি বসিয়া আছে আর এ জীবনে এক দিনও কারি, কোর্ম্মা, লুচি, মণ্ডা, রাবড়ী, মালাই জুটিবে না—উহা মৃতের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা পল্লীতে

মোটা বুক্‌ড়ি চাউলের অন্ন, থোড, কাঁচকলা সিদ্ধ ঘৃত সঞ্জীবন অন্ন, ব্যঞ্জন তোমার জন্য রন্ধন করিয়া লইয়া পল্লীর বৃদ্ধা জননী বসিয়া অপেক্ষ করিতেছেন। হয়ত এ জীবনে আর একদিনও গার্হস্থ সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, কেহই তোমার নাম করিবে না চিরজীবন দুঃখ পাইয়া পল্লীতেই মরিয়া যাইবে তথায় যাইয়া থাকিতে পারিবে? নৌকা হয়ত কখনও ভাসিবে না। মরণ সাগরে ডুবিবার জন্যই কে শুধু এ জীবনতরী ভাসাইবে, এস ঐ শোন তোমাকে পাইবার জন্য যুগদেবতার আহ্বান:

মরণে জীবন লাভ

"আয় আজি আয় মরিবি কে?
"মরার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?"

১ম। এ আহ্বান ত মরণের নয়, ইহাই ত মরণসোহাগীর প্রতি জীবন নাথের আহ্বান সাধের সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া আমি এই মরণ সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িব মরিব, সহস্র মরার ভিতর দিয়া জীবনের তীরে পৌছিবার জন্য। যাহাকে পাইব তাহাকে এই মরিয়া বাঁচার দলে যোগ দিতে সঙ্গে লইব। চলুন, আমি আপনার শিষ্য।

২য়। ছিঃ ভাই, আমাদের কাহারও শিষ্য নাই, গুরু নাই; পুত্র নাই, পিতা নাই; বংশ নাই, কেহই নাই। আমরা যে মরিতে আসিয়াছি। চল প্রিয়তম, আমরা মরাদের ভিতর চলিয়া পড়ি।

১ম। আচ্ছা, সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ গমন প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনার মত কি?

২য়। দেশ বিদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইবে। দুনিয়ার জ্ঞান ও রত্নভাণ্ডার শোষণ করিয়া চিন্তামণি ভারতজননীর রত্নভাণ্ড পূর্ণ করিতে হইবে এজন্য সমুদ্র যাত্রাই হউক, মরুভূমি যাত্রাই হউক,

পর্ব্বতেই হউক, আকাশেই হউক, চল তবে কোথায়ও গিয়া আপনার স্বত্ব হারাইও না। জগতের লোকে একটী বারের মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে যেন বুঝিতে পারে যে তুমি ভারতবাসী তোমার জাতীয় পোষাক, জাতীয় আচার ব্যবহার ও পৈতৃক ধর্ম্ম শত প্রলোভনেও ত্যাগ করিও না এক দিন বিদেশে গিয়া বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া জাতীয়তা হারাইবার ভয়েই সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল সর্ব্বনাশা হও বন্ধু, কেবল "জাতি নাশা" হইও না।

স্বত্ব রক্ষা

১ম শ্রেণী বিচার ও অন্নপানীয়াদি বিভাগ সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

২য় পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা এক বিরাট জাতি—ভারতীয়। যে কেহ ভারতীয়, তাহার হাতে অন্ন গ্রহণ করিতে আমার দ্বিধা নাই বিদেশেও ভারতীয় সহকারী পাইলে অপরের অন্ন গ্রহণ অন্যায় না পাইলে আপন রীতি ও রুচি অনুসারে আমার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে আমার নিযুক্ত বিদেশীকে আমি বাধ্য করিব এবং আবশ্যক হইলে শিখাইব যদি স্বহস্তে নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইবার সময় না পাই।

১ম তবে আপনি জাতি নষ্ট হওয়া স্বীকার করেন না ?

২য় যাহার জাতি পীড়িত, দুর্ব্বল, সে মরিবেই, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ভারতের জাতি সত্য সত্যই মরিতে বসিয়াছিল আমার এখন আশা হয় এ জাতি আর মরিবে না সবল জাতি শীঘ্র মরে না প্রাচীন ভারতও মরিতে মরিতে নবজীবন লাভ করিয়াছে, এ জাতি আর মরিবে না।

১ম আমারও বিশ্বাস হইয়াছে; মরণ বরিয়া আর আমাদের ভয় নাই

২য়। যদি বুঝিয়াছ বন্ধু, তবে চল, আমরা দধীচির মত সাধের মরণ বরণ করিয়া লইয়া নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি। জগতের লোকে

আমাদিগকে মৃত বলিয়া আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতেছিল,
তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেও বুঝাও তোমরা
দেনা পাওনা
নিদ্রিত ছিলে, জাগিয়াছ বিশ্বের প্রাণের সহিত
আপনাদের প্রাণ বিনিময়ের জন্য, বিশ্বনাথের বিরাট দরবারে আপন আপন
দেনা পাওনা বুঝিয়া দিবার ও পাইবার জন্য হে ভারত, হে শাশ্বত, তুমি
একের মধ্যে অনন্তরূপে ও অনন্তের মধ্যে অভিন্নরূপে আপনাকে দেখিয়াছ
এখন বুঝিয়া লও তোমার আহ্বান কোথায়, কি কার্য্যের জন্য বুঝিয়া
আপন পন্থায় আপনি চল

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত

সমাপ্ত।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক,

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

২৭/২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাম্য-প্রেস,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত